প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান স্যার ছিলেন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাতিঘরঃ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেছেন, জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান স্যার ছিলেন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাতিঘরতুল্য। তিনি ছিলেন এদেশের ফাদার অফ প্যাডিয়াট্রিশিয়ান। বাংলাদেশের শিশু বিভাগের বিকাশে ও শিশু চিকিৎসক তৈরিতে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি আজীবন শিশুদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যেভাবে সেবা প্রদান করে গেছেন তা বর্তমানে শিশু চিকিৎসকদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন একজন সফল মানুষ, নেতৃত্বদানকারী গুণী চিকিৎসক। এমন গুণী চিকিৎসকের মৃত্যু নেই। কর্মজীবনে কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি তিনি নিজ নিজ এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। আজ ৫ নভেম্বর ২০১৭ইং তারিখ, রবিবার, দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. মিল্টন হলে জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান স্যার-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগ ও বাংলাদেশ প্যাডিয়াট্রিক এ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপিএ-এর সভাপতি ও বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা। স্মরণসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল মান্নান, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামাল বাকী, শিশু কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, ইন্সটিটিউট অফ প্যাডিয়াট্রিক নিউরোডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)-এর প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার, অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে, জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান স্যার-এর মেয়ে ডা. ম্যান্ডি কোরিন প্রমুখসহ দেশের নবজাতক ও শিশু চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।